

হিকমাতুল জিহাদের সন্ধানে



রিপোর্ট আদিত্য রায়হান, সৌমিক আজাদ

বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার ওপর গ্রেনেড হামলার দায় স্বীকার করে গত ২৪ আগস্ট প্রথম আলোতে ই-মেইল পাঠিয়েছে হিকমাতুল জিহাদ নামে একটি সংগঠন। ই-মেইলে বলা হয়েছে, এবারের টার্গেট লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেও আগামী সাত দিনের মধ্যে শেখ হাসিনাকে হত্যা করা হবে। হিকমাতুল জিহাদ নামে কোনো ইসলামী জঙ্গি সংগঠনের অস্তিত্ব গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর জানা নেই বলে তারা জানিয়েছে। সূত্র জানায়, গোয়েন্দা সংস্থার কাছে বর্তমানে ১২টি সক্রিয় ধর্মীয় জঙ্গি সংগঠনের কার্যক্রমের খবর রয়েছে। এসব সংগঠনের ওপর তারা নজরদারি বাড়িয়েছে। মূলত ইসলামী জঙ্গি সংগঠনগুলো দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কাজ করছে। সারা দেশে গড়ে তুলেছে শক্তিশালী নেটওয়ার্ক। জানা গেছে, চট্টগ্রামে জামায়াত-ই ইয়াহিয়া আল তুরাত, হিজবুল তাওহিদ, সিলেটে আল হারাকাত আল ইসলামিয়া, পাবনা ও সিরাজগঞ্জে আল মারকাজুল আল ইসলামী, মৌলভীবাজারে জামায়াতুল ফালাইয়া, উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায় জামাআতুল মুজাহিদিন, তওহিদী জনতা, বিশ্ব ইসলামী ফ্রন্ট, শাহাদত-ই আল হিকমা ও জাহাত ইসলামী জনতা সক্রিয়। অনুসন্ধানে জানা গেছে, দেশে জঙ্গি মৌলবাদী সংগঠন প্রায় ১৫ থেকে ২০টি। এসব সংগঠনের সঙ্গে রয়েছে আন্তর্জাতিক ইসলামী সশস্ত্র সংগঠনের যোগাযোগ। দেশের গণতন্ত্রের লেবাসধারী মৌলবাদী রাজনৈতিক দলগুলো থেকেও এসব সংগঠন নানা সহযোগিতা পাচ্ছে। সূত্র জানিয়েছে, বিভিন্ন সময় গ্রেপ্তারকৃত জঙ্গি সংগঠনের নেতা-কর্মীরা গোয়েন্দা সংস্থার কাছে তাদের সঙ্গে জামায়াত ইসলামী, ইসলামী একাজোটের যোগাযোগের বিষয়টি স্বীকারও করেছে। মূলত এসব সংগঠন মাদ্রাসাগুলো থেকে তাদের সদস্য সংগ্রহ করছে। গ্রামের দরিদ্র ও অসহায় মানুষকে তাদের দলে ভেড়াচ্ছে। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, দেশের পার্বত্য ও সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে তারা সশস্ত্র ঘাঁটি গড়ে তুলেছে। চলছে অস্ত্র

প্রশিক্ষণ। আফগানিস্তান ও কাশ্মীর থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে আসা বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের নেতারা ই এ প্রশিক্ষণ দিচ্ছে বলে জানা গেছে। কার্যত এসব সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে এ দেশে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করা। আফগানিস্তানের মতো তালেবানি শাসন প্রতিষ্ঠা করা। সূত্র জানিয়েছে, ২১ আগস্টের গ্রেনেড বিস্ফোরণের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে এমন সব উৎস গোয়েন্দারা খুঁজে দেখছে। এসব জঙ্গি সংগঠনের প্রতিও তারা নজর রাখছে। তবে হিকমাতুল জেহাদ নামক কোনো সংগঠন অস্তিত্ব খুঁজে পায়নি। এ ই-মেইলের জন্য তারা গ্রেপ্তার করেছে হাউ মেড নামক একটি সাইবার ক্যাফে থেকে পার্থ সাহাকে। তবে গোয়েন্দা সূত্র বলছে, এই সাইবার ক্যাফে থেকে সংযোগ দেয়া হয়েছে আরো ২১টি বাড়িতে। ২১টি বাড়ির যেকোনোটি থেকেও এ ই-মেইল আসতে পারে বলেও তারা সন্দেহ করছে। সূত্র জানিয়েছে ৭৫-এর ঘাতক চক্র নানা ইসলামী সংগঠনের নামে অতীতে কাজ করার রেকর্ড রয়েছে।

সশস্ত্র তৎপরতা

বাংলাদেশে ইসলামী মৌলবাদী শক্তির উত্থান বহু আগে থেকেই। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে মৌলবাদী ইসলামী সংগঠন জামায়াতে ইসলামী প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করে। তাদের ছত্রছায়ায় রাজাকার, আল-বদরসহ বিভিন্ন সশস্ত্র বাহিনী গড়ে ওঠে। দেশ স্বাধীনের পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করলে এসব দল আভ্যন্তরীণে চলে যায়। গড়ে তোলে সশস্ত্র গ্রুপ। জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে বহুদলীয় গণতন্ত্রের নামে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেন। জামায়াতসহ বিভিন্ন ইসলামী দল আবারও রাজনীতি করার সুযোগ পায়। এসব দল গণতন্ত্রের পথ নিলেও সশস্ত্র অবস্থান ছাড়তে পারেনি। পুরো আশির দশকে জামায়াতের ছাত্র সংগঠন ছাত্রশিবির সশস্ত্র অবস্থান নিয়ে একের পর এক দখল নেয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। আফগানিস্তান ও কাশ্মীরে ইসলামী সশস্ত্র গ্রুপের তৎপরতা শুরু হলে এ দেশ থেকে ইসলামী দলগুলো তাদের সদস্য পাঠায়। আফগানিস্তান ও কাশ্মীরে তারা ট্রেনিং নিয়ে যুদ্ধ করে। এরাই দেশে সশস্ত্র নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার জন্য তৎপর হয়। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এসব যোদ্ধা ফিরে এসে ইসলামী জঙ্গি দল গড়ে তুলেছে। গোয়েন্দা সংস্থার হিসাবে দেশে এখন ইসলামী জঙ্গি দলের সংখ্যা ১২টি। যশোরে উদীচী ও রমনা বটমূলে বোমা বিস্ফোরণের পরই সশস্ত্র মৌলবাদী দলগুলো বিশেষ আলোচনায় আসে। তৎকালীন

আওয়ামী লীগ সরকারের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে বিষয়টি তখন গুরুত্ব পায়নি।

জামায়াতুল মুজাহিদিন নামে সশস্ত্র জঙ্গি সংগঠনটি উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোতে তাদের নেটওয়ার্ক বিস্তৃত করেছে। গত বছর ১৫ আগস্ট এ গ্রুপটির সঙ্গে জয়পুরহাটে পুলিশের সংঘর্ষ হয়। পুলিশ ১৭ জনকে গ্রেপ্তার করে। এদের কাছে পাওয়া যায় ৩টি শটগান। স্থানীয় জামায়াত নেতা মোনতেজার রহমানের বাড়িতে গোপন বৈঠকের সময় পুলিশ এদের গ্রেপ্তার করে। এদের কাছ থেকে সশস্ত্র ইসলামী বিপ্লব ঘটানোর দিক নির্দেশনা সংবলিত বিভিন্ন বই, চিঠি উদ্ধার করে। উত্তরবঙ্গে বর্তমানে এদের কার্যক্রম কিছুটা সংকুচিত হলেও জাহাত মুসলিম জনতার ব্যানারে এ সংগঠনের অনেকে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। বাংলা ভাইয়ের মাধ্যমে এরা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হবার চেষ্টা করছে। প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশের পরেও বাংলা ভাইকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। চট্টগ্রাম জেলার আল খিদমত বাহিনী নামে উগ্র মৌলবাদী সংগঠন বেশ তৎপর। চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে এদের রয়েছে সশস্ত্র প্রশিক্ষণ ক্যাম্প। আল খিদমত বাহিনীর কাছে অত্যাধুনিক অস্ত্র রয়েছে বলে জানা যায়।

গত বছর ৯ মার্চ যশোরের বিকরগাছা থানার বাবড়া ফাঁড়ি এলাকা থেকে পুলিশ সন্দেহজনক দুই যুবককে গ্রেপ্তার করে। তাদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র উদ্ধার করে। পুলিশের উদ্ধারকৃত অস্ত্রের মধ্যে ছিল সাতটি গ্রেনেড, দুটি রিভলবার, সাত রাউন্ড গুলি, একটি রিমোট কন্ট্রোল। ধৃত যুবক সুমন জানায়, ইসলামী জিহাদের জন্যই তারা অস্ত্র মজুদ করছিল। আমাদের যশোর প্রতিনিধি জানিয়েছেন, এ গ্রুপটি এখন কার্যক্রম চালাচ্ছে। যশোরের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মাদ্রাসাগুলো জঙ্গী সশস্ত্র গ্রুপের আশ্রয় কেন্দ্র হয়ে উঠেছে।

সিলেটে কর্তব্যরত বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা জানায়, সিলেটে হরকাতুল জেহাদ, হিজবুত তাহরির, হিজবুত তাওহিদসহ ইসলামী মৌলবাদী চক্রের কমপক্ষে সাতটি জঙ্গি গ্রুপ সক্রিয়। এই গ্রুপগুলোর সদস্যদের কাছে রয়েছে অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র। তবে অস্ত্রের বিপুল ভান্ডার রয়েছে জামায়াতে ইসলামী ও এর অঙ্গ সংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবিরের কাছে। সংগঠনগুলো সিলেটের গ্রামেগঞ্জে থাকা বিভিন্ন মাদ্রাসায় তাদের ইসলামী জেহাদের জন্য গোপনে প্রশিক্ষণ কর্মকাণ্ডে বেশ তৎপর। এছাড়া বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রদের ওপরও তাদের নজর রয়েছে। জামায়াতসহ সংগঠনগুলোর সঙ্গে আফগানিস্তানের জঙ্গীদের নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে। এছাড়া সিলেটের সীমান্তবর্তী এলাকায় তৎপর ও অবস্থানরত ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের উগ্রপন্থীদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। এই উগ্রপন্থীদের কাছ থেকেই ইসলামী সংগঠনগুলো নিয়মিত অস্ত্র কিনে থাকে। এ বিষয়টি সিলেট গোয়েন্দা পুলিশেরও জানা।

অতীতে প্রায় বঙ্গ থাকলেও সিলেটে ১৯৮৮ সাল থেকে জামায়াত ও শিবিরের কর্মকাণ্ড শুরু হয়। সিলেট শহরে তখন সক্রিয় জাসদের তিন

নেতা জুয়েল, তপন ও মুনিরকে হত্যার পরপরই তাদের কর্মকাণ্ড বেড়ে যেতে থাকে। বর্তমানে এই সংগঠন দুটোর কর্মকাণ্ড শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। গত এক দশকে সিলেটের বিভিন্ন কলেজের ছাত্রলীগ, ছাত্রদল ও জাসদ নেতাকে হত্যা করেছে শিবির। এ হত্যাকাণ্ডের পর তারা সিলেটের এমসিসহ বিভিন্ন কলেজে কর্মকাণ্ড শুরু করে। হত্যার রাজনীতিতে এগিয়ে থাকা শিবির সন্ত্রাসের জন্য আগে শুধু রামদা ব্যবহার করলেও এখন তাদের কর্মীদের হাতে দেখা যায় ভয়ঙ্কর সব আগ্নেয়াস্ত্র। সিলেটের বিভিন্ন উগ্রপন্থীদের কাছ থেকে, চট্টগ্রাম থেকে এমনকি সিলেট ছাত্রদলের শামসুজ্জামান জামান গ্রুপের কাছ থেকেও এরা নিয়মিত অস্ত্র কেনে। সিলেট শহরে থাকা অন্তত ২২টি একে ৪৭-এর মধ্যে ১৭টিই রয়েছে শিবিরের হাতে। সংসদ সদস্য মাওলানা সাঈদী সিলেটে ওয়াজ করতে এলে তার ওয়াজ হয় সিলেটের আলীয়া মাদ্রাসা মাঠে। তখন মাঠের সর্বত্র সশস্ত্র প্রহরায় তাকে ছাত্রশিবিরের শত শত ক্যাডার। সিলেট শহরের অধিকাংশ মাদ্রাসাও শিবিরের দখলে রয়েছে। এসব মাদ্রাসায় তাদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ চলে নিয়মিত। অনুসন্ধান জানা গেছে, শিবিরের অস্ত্রভান্ডার রয়েছে শহরের পায়রা আবাসিক এলাকায়। কিন্তু পুলিশ এখানে অভিযান চালাতে নীরব থাকছে। পুলিশের উদ্ধর্তন কর্মকর্তা জানান, সিলেটে গ্রেনেড ও বোমা হামলার নেপথ্যে শিবিরের কর্মীরা জড়িত থাকতে পারে। কারণ তাদের সবারই সংশ্লিষ্ট কাজে প্রশিক্ষণ রয়েছে।

সিলেটে গ্রেনেড ও বোমা হামলা ঘটনার পর থেকেই জামায়াত ও ছাত্রশিবির ছাড়া অপর সংগঠনের অফিস তালাবদ্ধ থাকতে দেখা গেছে। সিলেট পুলিশের একাধিক সূত্র জানায়, সিলেটে গ্রেনেড ও বোমা হামলায় এই গ্রুপগুলোর সংশ্লিষ্টতা থাকার সম্ভাবনা বেশি। ইতিমধ্যে বিভিন্ন মহল থেকে এ ব্যাপারে কিছু তথ্যও তারা পেয়েছেন।

হিজবুত তাহিরির সংগঠনটি সিলেটে বেশ সক্রিয়। এই সংগঠনের কার্যালয় সিলেট শহরের আম্বরখানায়। কিন্তু বর্তমানে এ কার্যালয়ে তালা বুলছে। গত প্রায় এক বছর আগে এই সংগঠনের বেশ কিছু প্রচারপত্রসহ এক নেতা ধরা পড়ে সুনামগঞ্জে। এই সংগঠনের বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে একটি হলো সিলেটের বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে স্কুল ও মাদ্রাসার ছাত্রদের তাদের কর্মকাণ্ডে উদ্বুদ্ধ করা। এক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের জন্য ছাত্রদের তাদের আস্তানায় নিয়ে আসে। প্রশিক্ষণও দেয়। সিলেটের ফেঞ্চগঞ্জ, বড়লেখাসহ বিভিন্ন এলাকার বহু ছাত্র এভাবে বাড়ি থেকে হঠাৎ উধাও হলে পরে জানা গেছে, ওই ছাত্ররা এসে এই সংগঠনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। সিলেটের বিভিন্ন টিলা এলাকায় এই সংগঠন নিয়মিত প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে।

সাহাবা সৈনিক পরিষদ সিলেটের আরেকটি মৌলবাদী সংগঠন। এই সংগঠনের নেপথ্য নায়ক সিলেটের বহুল আলোচিত মাদ্রাসা শিক্ষক মাওলানা হাবিবুর রহমান। সিলেটে অতীতে এ সংগঠন তসলিমা নাসরিন বিরোধী আন্দোলন, কবি শামসুর রহমানের সিলেট সফর ঠেকানোর

আন্দোলন ও সিলেটে যেকোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বন্ধের আন্দোলনে সোচ্চার থাকে। এ সংগঠনের রয়েছে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র। এই সংগঠনের কর্মকাণ্ডও সিলেটের বিভিন্ন মাদ্রাসায় বেশ প্রাণবন্ত। তবে সংগঠনটির কার্যালয় সিলেটের কাজির বাজারে অবস্থিত কাজির বাজার মাদ্রাসায়।

তালামীয়-এ ইসলাম নামে অপর সংগঠনটিও সিলেটের বিভিন্ন গ্রামগঞ্জের মাদ্রাসাকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হচ্ছে। সিলেটের চার জেলার বিভিন্ন উপজেলা সদরে ও প্রত্যন্ত গ্রামে এই সংগঠনের পোস্টারিং ও প্রচারণা যে কারো চোখে পড়ে। সিলেট শহরের বিভিন্ন মসজিদেও এই সংগঠনের ভ্রাম্যমাণ কর্মকাণ্ড চোখে পড়ে। এ সংগঠনের কর্মীদের রামদা থেকে শুরু করে ভয়ঙ্কর আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে।

গোয়েন্দা পুলিশ ও একাধিক বিশ্বস্থ সূত্র জানিয়েছে, জামায়াতসহ তিনটি মৌলবাদী সংগঠনের প্রভাবশালী নেতাদের ছত্রছায়ায় তিনটি চক্র এ ব্যবসার নেপথ্যে রয়েছে। এদের সঙ্গে সিলেটের সীমান্ত এলাকাগুলোয় উগ্রবাদী সংগঠনের নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে। জানা গেছে, অস্ত্র ব্যবসায় সিলেটের তালিকাভুক্ত ৪৫ সন্ত্রাসীও রয়েছে। এরা সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গেও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অবৈধ অস্ত্র ও বিস্ফোরক আসার কারণে সিলেট অঞ্চলের বিভিন্ন সীমান্তে পুলিশ ও গোয়েন্দাদের এখন বিশেষ সতর্ক অবস্থায় রাখা হয়েছে। এই অস্ত্র ব্যবসার সঙ্গে ভারতের উগ্রপন্থিরাও জড়িত রয়েছে। সম্প্রতি বিডিআর শ্রীমঙ্গল ও চুনাকুড়া সীমান্ত থেকে ১২ জন উগ্রপন্থিকে আটক করে এবং ১ হাজার গুলিসহ ২০টিরও বেশি ভারী অস্ত্র উদ্ধার করে।

সিলেট গোয়েন্দা পুলিশ ও অস্ত্র ব্যবসায়ীদের একাধিক সূত্র জানায়, উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ- এই তিন দিকে ভারতীয় সীমান্তবেষ্টিত সিলেটের ১১টি সীমান্তপথেই এখন অবৈধ অস্ত্র আসছে। বর্তমানে অস্ত্রের সঙ্গে আসছে বিস্ফোরক দ্রব্যও।

সূত্র জানায়, ভারতীয় সীমান্তবেষ্টিত সুনামগঞ্জের তাহিরপুর, দোয়ারাবাজার, বিশ্বম্ভরপুর; মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল, কমলগঞ্জ, বড়লেখা; হবিগঞ্জের বালা, চুনাকুড়া এবং সিলেটের জকিগঞ্জ, কোম্পানিগঞ্জ ও জৈন্তা উপজেলার বিভিন্ন সীমান্তপথেই অস্ত্রের চালান সিলেটে আসে। সূত্র জানায়, এসব সীমান্তে দুর্গম পাহাড়ি এলাকা থাকায় এগুলো চোরাকারবারীদের নিরাপদ রুটে পরিণত হয়েছে। নগরীর তিনটি চক্রের মধ্যে দুটি চক্রই এসব সীমান্তপথে চালান এনে থাকে।

সূত্র জানায়, হবিগঞ্জ জেলার চুনাকুড়া সীমান্তের সাতছড়ি, টিপরাছড়া ও এর আশপাশের এলাকায় ভারতীয় উগ্রপন্থিদের কমপক্ষে ১৬টি ঘাঁটি রয়েছে। এসব ঘাঁটিতে প্রচুর অস্ত্র মজুদ রয়েছে। এসব ঘাঁটি থেকে সংশ্লিষ্টরা সিলেটের বিভিন্ন এজেন্টের কাছে নিয়মিত অস্ত্র বিক্রি করে থাকে। অস্ত্র বেঁচা-কেনার কারণে সৃষ্টি ক্রেশে গত ৭ ডিসেম্বর টিপরাছড়ায় উগ্রপন্থিরা ফাঁকা গুলি ছুঁড়ে ও কয়েকটি বাড়িতে আগুন দিয়ে ত্রাসের সৃষ্টি

করে। পরবর্তীতে গত ১ জানুয়ারি বিডিআর এ সীমান্ত এলাকার কারিসা বস্তির আমজাদ হোসেনের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ছয় উগ্রপন্থিকে আটক করে। এছাড়া এদের কাছ থেকে একটি থ্রি নট থ্রি রাইফেল, একটি নাইন এম এম রিভলবার, ২০ রাউন্ড গুলি, একটি মোবাইল সেট, ১৬ হাজার রুপি ও ৭ হাজার বাংলাদেশী টাকা উদ্ধার করে। বিডিআর সদস্যরা এ সময় এদের কাছ থেকে কিছু গোলাবারুদও উদ্ধার করে। আটককৃতরা হচ্ছে- ভারতের ধুলাই জেলার বুক হুক দেববর্মা, মানজাক দেববর্মা, কেথেক ত্রিপুরা, খোয়াই জেলার ফিলিপস দেববর্মা, সতীশ দেববর্মা ও শৈল দেববর্মা। এ ব্যাপারে বালা সীমান্তের কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার আবদুল হক বাদী হয়ে চুনাকুড়া থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন।

অভিযোগ রয়েছে, মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল সীমান্তের রামনগর, হোসেনাবাদ, মহাজিরাবাদ, টিপরাবাড়ী ও বাঁশবাড়ী গ্রামে উগ্রপন্থিদের ঘাঁটি রয়েছে। এসব ঘাঁটি থেকে সংশ্লিষ্ট এজেন্টদের মাধ্যমে সিলেটে নিয়মিত অস্ত্রের চালান আসছে। গত ১ ফেব্রুয়ারি শ্রীমঙ্গল শহরের অদূরে একটি বিডিআর ক্যাম্পের পাশে অবস্থিত রামনগর সরেজমিনে গেলে এলাকাবাসী রামনগরে উগ্রপন্থিরা নিয়মিত অস্ত্রের চালান আনছে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, গত ২ জানুয়ারি স্থানীয় বিডিআর সদস্যরা রামনগরের পাশের হোসেনাবাদ এলাকায় অভিযান চালিয়ে ছয় উগ্রপন্থিকে আটক করে। বিডিআর এদের কাছ থেকে ১ হাজার গুলি ও রিভলবারসহ ২০টি ভারী অস্ত্র উদ্ধার করে।

সুনামগঞ্জের দোয়ারা বাজার উপজেলার বাঁশতলা গ্রামের সিংহভাগ মানুষেরই প্রধান ব্যবসা এই অস্ত্র। এ গ্রামের লোকজন পাশের চেলাবাজার সীমান্তপথে সবজির ভেতরে করে কিংবা ধানের তুষ ভরা বস্তায় করে ওপার থেকে নিয়মিত অস্ত্র আনছে। এই গ্রামবাসীর অনেকের মূল বাড়ি ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জ জেলায়। তারা অস্ত্র ব্যবসার প্রয়োজনেই এখানে ঘাঁটি বানিয়েছে। দোয়ারা বাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ নজরুল ইসলাম ও পার্শ্ববর্তী ছাতক থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ আবুল বাশার দোয়ারা বাজার দিয়ে মাঝেমধ্যে অস্ত্রের চালান ধরা পড়ার কথা স্বীকার করে বলেন, পুলিশ এখানে অস্ত্রধারীদের গ্রেপ্তারে এখন কড়া নজর রাখছে।

জানা যায়, অপর একটি মৌলবাদী চক্রের সদস্যরা প্রায়ই বন্দরনগরী চট্টগ্রাম থেকে চট্টগ্রাম-সিলেট রেলপথে রেলযোগে ভারী অস্ত্র ও গুলি এনে থাকে। এ চক্রটি অস্ত্রের বিভিন্ন অংশ আলাদা করে অতি কৌশলে যাত্রীবেশী পাচারকারীদের দিয়ে অস্ত্র আনছে। এ চক্রে মহিলাও রয়েছে। এদের নিয়ন্ত্রন করে সিলেটের জামায়াত সহ দুটি রাজনৈতিক সংগঠনের ক্যাডাররা। এরা পুলিশের সন্ত্রাসী তালিকায় অস্ত্র ব্যবসা ও নানা অপরাধের জন্য চিহ্নিত হয়ে আছে। রেলওয়ের একটি সূত্র জানায়, এই ক্যাডারদের নির্দেশেই এক মাস ধরে কয়েক দিন পরপরই চিহ্নিত কয়েকজন মহিলা পাচারকারী

অস্ত্র বা অস্ত্রের যন্ত্রাংশ আনছে। সিলেট জিআরপি পুলিশের চিহ্নিত এক কর্মকর্তাও এ ব্যবসায় দীর্ঘদিন ধরে সহযোগিতা করে আসছেন।

সিলেটে আসা বিপুল পরিমাণ অস্ত্র নগরীর মিরাবাজার, জিন্দাবাজার, ইলেকট্রিক সাপ্লাই, আম্বরখানা, তালতলা, টিলাগড়, আখালিয়া, উপশহর, খাদিম ও দরগা মহল্লা এলাকার ১১টি গোপন আস্তানায় মজুদ হচ্ছে। এসব আস্তানার অধিকাংশই রয়েছে মৌলবাদীদের দখলে। এসব আস্তানায় একে-৪৭, নাইন শুটার, স্টেনগান, মার্কিন রিপিটার শটগান, নাইন এমএম পিস্তলের মতো ভয়ঙ্কর অস্ত্রও রয়েছে।

সিলেট পুলিশ সিলেটে অস্ত্র ব্যবসা বন্ধে নীরব রয়েছে। পুলিশের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা সিলেটে প্রচুর পরিমাণ অস্ত্র রয়েছে উল্লেখ করে বলেন, আমি সিলেটে নতুন এসেছি। কিন্তু সিলেটে যে এত অস্ত্র আছে তা আমি জানতাম না। ওই কর্মকর্তা নাম না প্রকাশ করার শর্তে বলেন, সিলেটের চিহ্নিত একটি ছাত্র সংগঠনের কাছে যে পরিমাণ অস্ত্র আছে, তা দিয়ে তারা সিলেটে একনাগাড়ে কয়েক দিন যুদ্ধ করতে পারবে।

সিলেট পুলিশের দেয়া তথ্য অনুযায়ী, পুলিশ সিলেট জেলায় গত এক বছরে ৮০টি অগ্নয়াজ্ঞ উদ্ধার করেছে। কিন্তু দেখা গেছে, এসব অস্ত্রের এক-চতুর্থাংশই পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া এবং বেশির ভাগই দেশীয় পিস্তল ও রিভলভার। এই সীমিত অস্ত্র উদ্ধার নিয়ে জেলা পুলিশের গর্বের কোনো কমতি নেই।

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর জঙ্গিশে মোস্তফা বাংলাদেশ নামের একটি সংগঠনকে ঢাকায় মিছিল করতে দেখা যায়। সরকার শাহাদত-ই-আল হিকমা নামে একটি ইসলামী সংগঠনের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করেছে। এ সংগঠনের নেতা রাজশাহীর কাওসার হোসেন সিদ্দিকী এক সংবাদ সম্মেলনে ঘোষণা দিয়েছিল, তার সংগঠনে ১০ হাজার কমান্ডো এবং ২৫ হাজার যোদ্ধা রয়েছে। তবে নিষিদ্ধ হবার পরও সংগঠনটি কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে বলে জানা গেছে। বাড়ছে সদস্য সংখ্যা।

দুই দশক ধরে দেশে সক্রিয় রয়েছে হরকাতুল জিহাদ। অনুসন্ধানে জানা গেছে, দেশব্যাপী তাদের রয়েছে নেটওয়ার্ক। টুঙ্গিপাড়ায় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর জনসবায় বোমা হামলা চেষ্টার সঙ্গে হরকাতুল জিহাদ জড়িত ছিল বলে গোয়েন্দা সংস্থা দাবি করে। বর্তমানে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের মিয়ানমার সীমান্ত অঞ্চলে হরকাতুল জিহাদের তৎপরতা চলছে। দেশের তিনটি জেলায় এদের প্রায় ৪০ জন কর্মী আটক রয়েছে।

চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রামের পাছাড়ি এলাকা এবং কক্সবাজারের মাদ্রাসাগুলো এখন হয়ে উঠেছে সশস্ত্র মৌলবাদীদের ঘাঁটি। বিভিন্ন নামে ইসলামী মৌলবাদীরা মাদ্রাসাগুলোকে সশস্ত্র ট্রেনিং ক্যাম্প হিসেবে ব্যবহার করছে। অনুসন্ধানে জানা গেছে, এসব মাদ্রাসায় দিনে পড়ালেখা হলেও রাতে চলে সশস্ত্র ট্রেনিং।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, দেশের সশস্ত্র মৌলবাদী সংগঠনগুলো নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন

হাবিবুর : এক রহস্য মানব

প্রিন্সিপাল হাবিবুর রহমান সিলেটে একটি বহুল আলোচিত ও সমালোচিত নাম। মসজিদে ইমামতি দিয়ে যার জীবন শুরু হয়েছিল, এখন তিনি একাধারে একটি মাদ্রাসার অধ্যক্ষ এবং একটি রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় নেতা। মাত্র ২০ বছরে তার এই উত্থান বিস্ময়কর। এই সময়ে তিনি হরকাতুল জেহাদের উদ্যোগে আফগানিস্তান গিয়ে যেমন যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন, তেমনি সিলেটে তার কর্মকাণ্ডের জন্য একাধিকবার সংবাদপত্রে শিরোনামও হয়েছেন।

হাবিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে সিলেট আলীয়া মাদ্রাসা থেকে কামিল পাস করে নগরীর কাজির বাজার জামে মসজিদে ইমামতি শুরু করেন। এক পর্যায়ে তিনি ৫-৭ জন ছাত্র নিয়ে এখানে একটি মজব্ব প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে সরকারের কাছ থেকে জমি লিজ নিয়ে তিনি এটাকে মাদ্রাসা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে এটি জামেয়া মাদানিয়া ইসলামিয়া কাজির বাজার মাদ্রাসা হিসেবে পরিচিত। এটি একটি কওমি মাদ্রাসা। তবে কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, অন্যান্য কওমি মাদ্রাসার চেয়ে এটি ব্যতিক্রম। এ মাদ্রাসায় টাইটেল ক্লাস পর্যন্ত চালু রয়েছে।

শুরু থেকেই এই মাওলানা প্রচার-প্রপাগান্ডায় নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। সিলেটের ধর্মপ্রাণ মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিকে কাজে লাগিয়ে সস্তা জনপ্রিয়তা লাভের নেশা তাকে তাড়া করতে থাকে। ১৯৭৭ সালে সিলেট স্টেডিয়ামে মাসব্যাপী সার্কাস প্রদর্শনী শুরু হলে তিনি এর বিরুদ্ধে মাঠে নামেন। সে সময় পুলিশ তাকে গ্রেপ্তারও করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রদর্শনী বন্ধ করে দিতে হয়। সেই থেকে হাবিবুর রহমান নিজেকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে থাকেন। ৯৩ সালে লেখিকা তসলিমা নাসরীনের মাথার মূল্য ৫০ হাজার টাকা ঘোষণা দিয়ে আবারও দেশব্যাপী হৈচৈ ফেলে দেন এই মাওলানা। একইভাবে শহীদ জননী জাহানারা ইমাম এবং দেশের প্রখ্যাত কবি শামসুর রাহমানকে সিলেটে আসতে না দেয়ার আন্দোলনেও হাবিবুর রহমান সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। এসব ক্ষেত্রে জামায়াতও তার সঙ্গে হাত মেলায়। এক সময় এই মাওলানা ছিলেন চরম জামায়াত বিদ্রোহী। ‘মওদুদী ফিতনা’ নামে তার নিজের লেখা একটি বইও রয়েছে। কিন্তু মৌলবাদী সব আন্দোলনেই জামায়াতের সঙ্গে হাত মেলাতে তিনি কার্পণ করেন না। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরণ বিরোধী আন্দোলনের সময়ও এর ব্যত্যয় হয়নি।

বিতর্কিত এই মাওলানা ১৯৯৮ সালে হরকাতুল জিহাদের উদ্যোগে আফগানিস্তান যান। সেখানে তিনি বিভিন্ন রণাঙ্গনও পরিদর্শন করেন। একটি পত্রিকায় তিনি নিজেই সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ‘আমাদের ৮ জনের গ্রুপকে তিন ভাগ করে জিহাদের জন্য প্রস্তুত হতে বলা হলো। আমাদের সবাইকে রুশ বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইতে হবে। সবাইকে অত্যাধুনিক বন্দুক দেয়া হলো।---- আমরা পর্যায়ক্রমে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে বেশ সাহস পেয়ে গেলাম। রাতে অস্ত্রের বিশাল স্তুপে গা হেলিয়ে রাত্রিযাপন করলাম।’

মাওলানা হাবিবুর রহমান কাজিরবাজার মাদ্রাসার প্রিন্সিপালের দায়িত্ব ছাড়াও ‘সাহাবা সৈনিক পরিষদ’-এর আহ্বায়ক। রাজনৈতিকভাবে জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের মাধ্যমে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শুরু। কিছুদিন তিনি জেলা জমিয়তের সেক্রেটারির দায়িত্বও পালন করেন। বর্তমানে ইসলামী প্রক্যাজেটের কেন্দ্রীয় ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তবে তার সব কর্মকাণ্ডই তার মাদ্রাসাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে। মাদ্রাসার নামে নগরীর বিভিন্ন স্থানে একাধিকবার জায়গা দখলের ঘটনা ঘটিয়েছেন তিনি। মাওলানা হাবিবুর বলেছেন, তিনি যে কাজগুলো করছেন সবই করছেন ইসলাম রক্ষার জন্য।

ইস্যুতে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলে। সম্ভ্রতি একটি ইসলামী বিপ্লবের আশায় তাদের মধ্যে মোর্চা গড়ে ওঠারও চেষ্টা চলছে বলে জানা যায়। বিশ্বের ইসলামী সশস্ত্র দলগুলোর সঙ্গে এদের রয়েছে যোগাযোগ। আন্তর্জাতিক ইসলামী এনজিওর কাছ থেকে এরা অর্থ সাহায্য পায়।

গত দুই বছরে পুলিশ প্রায় একশ মৌলবাদী সশস্ত্র সংগঠনের নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে। অদৃশ্য হাতছানিতে সশস্ত্র কর্মীরা ছাড়া পেয়ে যাচ্ছে। কখনোবা তাদের গ্রেপ্তার করে খোদ পুলিশই পড়ছে বেকায়দায়।

দেশজুড়ে প্রতিনিধিদের মাধ্যমে সাপ্তাহিক ২০০০ অনুসন্ধানও হিকমাতুল জেহাদ নামে কোনো সংগঠনের খোঁজ পাওয়া যায়নি। সূত্র বলছে, ৭৫-এর ঘটক সমর্থক ফ্রিডম পার্টি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ইসলামী সংগঠনের নামে লিফলেট ছেড়েছে। এ নামটি উদ্দেশ্য প্রনোদিতভাবে কোনো মহল ব্যবহার করতে

পারে। কার্যত কোনো ভিত্তিহীন দুর্বল সংগঠনের পক্ষে পরিকল্পিত হামলা চালানো সম্ভব নয়। প্রথম আলোতে হিকমাতুল জিহাদের ই-মেইল ছাপা হলে আমরা সাপ্তাহিক ২০০০-এর পক্ষ থেকে ঐ ঠিকানায় মেইল করি। মেইলে ২০০০-এর পক্ষ থেকে জানতে চাওয়া হয় এই সংগঠনের উদ্দেশ্য কি? সংগঠনের কার্যকলাপ কোন কোন এলাকায় বিস্তৃত? হিকমাতুল জিহাদের জবাবদিহীতা কার কাছে? কেন তারা শেখ হাসিনাকে হত্যা করতে চায়? ঐ সংগঠন সম্পর্কে আমাদের জানার আগ্রহ আছে বলে উল্লেখ করি। এ রিপোর্ট রেখা পর্যন্ত মেইলের কোনো উত্তর আসেনি।

দেশের বিবেকবান গণতন্ত্রমনা সব দল ও মানুষকে এ সশস্ত্র জঙ্গি দানবদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। গড়ে তুলতে হবে প্রতিরোধের দুর্গ। আর এ কাজটি করতে ব্যর্থ হলে আগামী প্রজন্মকে আমরা রেখে যাবো অন্ধকার এক দেশে।